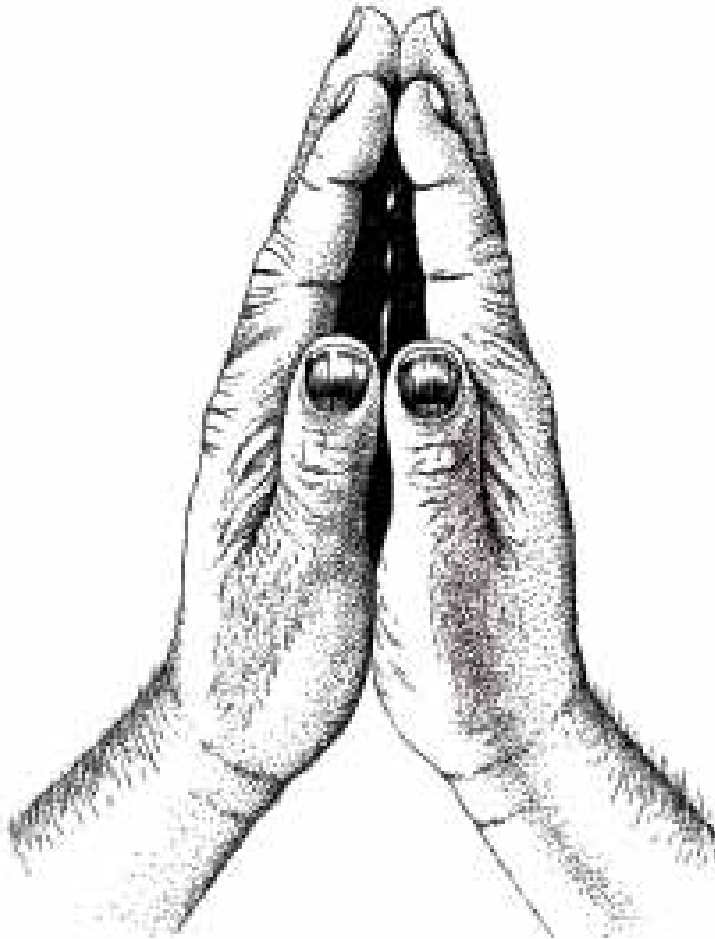


সূচিপত্র

সুখ-সৌভাগ্যের সমাপনী

হে সুখ-সৌভাগ্যের অনুসন্ধানী!!

ইহাই একমাত্র পথ....



সুখ-সৌভাগ্যের সমাপনী

সুখ-সৌভাগ্যের সমাপনী

হে সুখ-সৌভাগ্যের অনুসন্ধানী!!

তোমার এ ধরায় অস্তিত্বের পূর্বে তুমি অস্তিত্বহীন ছিলে, আল্লাহ তায়া'লা বলেছেনঃ { মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে ইতি পূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। }
[সূরা মারইয়ামঃ ৬৭]

অতপর তিনি মাটি থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শুক্রাণু থেকে। অতঃপর তোমাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে, এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। } [সূরা দাহরঃ ১-২]

অতঃপর, দুর্বল থেকে আন্তে আন্তে শক্তিশালী হলো, কিন্তু তোমার শেষ গন্তব্য হলো দুর্বল হওয়াই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { আল্লাহ তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ষক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। } [সূরা রুমঃ ৫৪]

অবশেষে তোমার অবসান নিশ্চিত মৃত্যু।

তুমি জীবনের ধাপগুলোতে দুর্বল থেকে আরো দুর্বল হবে, নিজের থেকে কোন ক্ষতি দূর করতে পারবেন না। আবার নিজের জন্য কোন উপকারও বয়ে আনতে পারবেনা, তবে হ্যাঁ আল্লাহ তায়া'লার অনুগ্রহে ও শক্তিতে পারবে। তুমি স্বভাবগতভাবেই ফকির ও অভাবী। দুনিয়াতে জীবন যাপনের জন্য কত কিছুই তুমি চাও, যা তোমার হাতের নাগালের বাইরে। কখনও কিছু লাভ করতে সক্ষম হও, আবার কখনও তোমার থেকে ছুটে যায়। কত উপকারী বস্তু তুমি অর্জন করতে চাও, তা কখনও অর্জন করছ, আবার কখনও ব্যর্থ হচ্ছে। কত ক্ষতিকারক জিনিস তোমার ক্ষতি করছে, তোমার আশা ভঙ্গ করছে, তোমার

প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে, তোমার জন্য বিপদ ও দুর্ভোগ বয়ে আনছে, তুমি এগুলো নিজের থেকে দূর করতে চেষ্টা করছো, কখনও সক্ষম হচ্ছে, আবার কখনও অক্ষম হয়ে পড়ছো।

তুমি কি নিজের অভাব এবং আল্লাহর নিকট তোমার মুখাপেক্ষীতানুভব করনি? আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর গলগ্রহ। আর আল্লাহ: তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। }

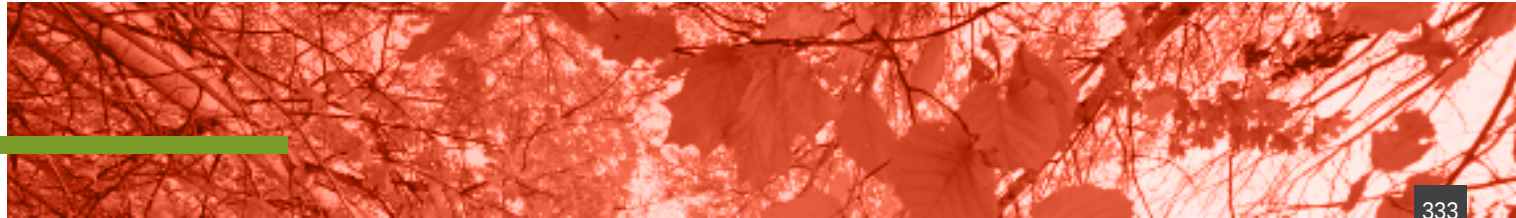
[সূরা ফাতিরঃ ১৫]

তোমাকে দুর্বলতার ভাইরাসে আক্রান্ত করে, যা তুমি খালি চোখে দেখতে পাও না। তখন

তা তোমাকে মরণব্যাধিতে ধরাশায়ী করে, তুমি তা প্রতিহত করতে পারো না। আবার তুমি চিকিৎসা করতে তোমার মতই এক দুর্বলের নিকট যাও, ফলে কখনও তার দেয়া ঔষধে কাজ করে, আবার কখনও ডাক্তার অক্ষম হয়। এতে ডাক্তার ও রোগী দুজনেই হয়রান হয়ে পড়ে... হে আদম সন্তান! তুমি কতই না দুর্বল!! যদি মাছি তোমার থেকে কিছু নিয়ে যায় তা পুনরুদ্ধার করতে পারো না। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না, প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। } [সূরা হাজঃ ৭৩]

যখন মাছির থেকেই কিছু রক্ষা করতে পারো না, তাহলে তুমি নিজে কি পার? তোমার ভাগ্য আল্লাহর হাতে, তোমার জীবনও তারই হাতে। তোমার অন্তর দয়াময় আল্লাহ তায়া'লার কুদরতী

হাতের দু'আঙ্গুলে, তিনি যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই পরিবর্তন করেন। তোমার জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ আল্লাহর হাতে, তোমার হাটাচলা, স্বীরতা, কথাবার্তা আল্লাহর অনুমতি ও ইচ্ছায় হয়ে



থাকে, তার অনুমতি ছাড়া বিন্দুমাত্রও নড়াচড়া করতে পারনা। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজই করতে পারনা। যদি তোমার নিজের ব্যাপার নিজের কাছেই ন্যস্ত করা হতো, তবে অক্ষমতা, দুর্বলতা, সীমালঙ্ঘন, কলুষতা এবং পাপ ছাড়া কিছুই হতনা। আর যদি তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে ন্যস্ত করা হতো, তবে এমন একজনের কাছে ন্যস্ত হতো যে নিজের কোন ক্ষতি, উপকার, জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান কিছুই করতে পারেনা। অতএব তুমি আল্লাহর থেকে এক মুহূর্তও অমুখাপেক্ষী হতে পারনা। বরং তুমি সর্বদা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাঁরই মুখাপেক্ষী। তোমার সর্বাংগে তাঁর নিয়ামত। সব সময় তাঁর নিকট তোমার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তুমি অন্যায, কুফুরী করে বেড়াচ্ছ। তুমি তাকে ভুলে গেছ, অথচ তোমার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট, তোমার অবস্থান তাঁরই হাতের মুঠোয়।

হে মানব! তোমার দুর্বলতা, অক্ষমতার কারণে আল্লাহ তায়া'লা তোমার বোঝা হালকা করতে চান। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।} [সূরা নিসাঃ ২৮]

তিনি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, শরিয়ত প্রবর্তন করেছেন, তাদের সম্মুখে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ জন্য অসংখ্য দলিল প্রমাণ ও নিদর্শন পেশ করেছেন, যাতে এ সব কিছু তাঁর একত্ববাদ, প্রতিপালকত্ব ও খোদায়ীত্বের দলিল প্রমাণ হয়। এতদ্বসত্ত্বেও কিছু মানুষ সত্য ছেড়ে বাতিলের দিকে ধাবিত হচ্ছে, আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে, মিথ্যা নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়।} [সূরা কাহফঃ ৫৪]

তোমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সে সব নিয়ামতের কথা তুমি কি ভুলে গেছ? নাকি তুমি ভুলে গেছ যে, তুমি একফোঁটা নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি হয়েছ?



তোমার গন্তব্য হলো কবরে, সেখান থেকে স্থায়ী বাসস্থান হবে জান্নাতে বা জাহান্নামে! আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীৰ্য থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিত্তকারী। সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।} [সূরা ইয়াসিনঃ ৭৯]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।} [সূরা ইনফিতারঃ ৬-৭]

হে মানব! কেন তুমি আল্লাহর তাওহীদের স্বাদ ও তাঁকে সম্মান করার স্বাদ থেকে নিজেকে বিরত রাখছ...মোনাজাতরত হয়ে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকার স্বাদ; যাতে তিনি তোমার দরিদ্রতা থেকে মুক্ত করেন, রোগ থেকে আরোগ্য করেন, বিপদ থেকে রক্ষা করেন, গুনাহ মাফ করেন, ক্ষতি দূর করেন, নির্যাতিত হলে সাহায্য করেন, দিশেহারা বা পথভ্রষ্ট হলে সঠিক পথের সন্ধান দেন, যা জান না তা শিখিয়ে দেন, ভয় ভীতিতে নিরাপত্তা দেন, দুর্বলাবস্থায় দয়া করেন, শত্রুকে মুক্তি দেন এবং তোমার রিজিকের ব্যবস্থা করেন।

হে মানব! মানুষের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত হলো -দ্বীনের নিয়ামতের পরে- বিবেকেরনিয়ামত, যাতে লাভ-ক্ষতির মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারো, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বুঝতে পারো, তোমার সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারো; তা হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা, যার কোন শরিক নেই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখে-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।} [সূরা নাহলঃ ৫৩-৫৪]

হে মানব! জ্ঞানীলোক উচ্চ মর্যাদাকারী বিষয়সমূহ ভালবাসে, আর অর্থহীন জিনিস অপছন্দ করে, সকল সৎ ও সম্মানিত আশ্বিয়া ও সালেহীনদেরকে অনুসরণ করতে ভালবাসে, তাদের সাথে মিলিত হতে তাদের মন সর্বদা আকুল থাকে; যদিও তাদেরকে সামনে না পায়, এ সব কিছু পথ হলো আল্লাহ তায়া'লা যেভাবে বর্ণনা করেছেনঃ {বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।} [সূরা আলে ইমরানঃ ৩১]

মানুষ যখন এ সব ভাল কাজ সম্পন্ন করবে আল্লাহ তায়া'লা তাদেরকে নবী, রাসুল, শহীদ ও সৎলোকদের সঙ্গী করবেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিগণ। আর তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম।} [সূরা নিসাঃ ৬৯]

হে মানব! তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, একাকী বসে তোমার কাছে যে সত্য এসেছে তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, দলিল প্রমাণ দেখ, সুস্পষ্ট প্রমাণের বিষয়ে গবেষণা করো, এরপর, যদি দেখ ইহা



সত্য তবে তাড়াতাড়ি ইহার অনুসরণ করো, তখন তুমি কারো বন্ধুত্ব বা কোন অভ্যাসের পিছে পড়ে থাকোনা। জেনে রাখ তোমার নিজের জীবনের মূল্য তোমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, উত্তরসূরীদের চেয়ে অনেক বেশী। আল্লাহ তায়া'লা কাফিরদেরকে এ সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, তাদের এ ব্যাপারে আফসোস করেছেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু, দু জন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা-ভাবনা কর-তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উম্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কাঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন মাত্র।} [সূরা

সাবাঃ ৪৬]

হে মানব! তুমি যদি ঈমান আন তবে কিছুই ক্ষতি হবেনা। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আর কিই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে! অথচ আল্লাহ, তাদের ব্যাপারে যথার্থভাবেই অবগত।} [সূরা নিসাঃ ৩৯]

আমি নিজের সম্পর্কে যা জানি
কোরআন আমার সম্পর্কে তার
অধিক জানে

“আল কোরআন আমাকে খুবই পুলকিত করেছে। আমার অন্তরকে জয় করে নিয়েছে, আমাকে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। কোরআন পাঠককে সর্বোচ্চ মুহুর্তে নিয়ে যায়, তখন তার সামনে একা একা তার স্রষ্টার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ায় উদ্ভাসিত করে। কেউ কোরআনকে সত্যিকারে গ্রহণ করতে চাইলে ইহাকে সাধারণভাবে পড়লে হবে না। ইহা গভীরভাবে পড়লে পাঠককে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে মনে হবে তার উপর কোরআনের অধিকার রয়েছে। ইহা তোমার সাথে তর্ক বিতর্ক করবে, তোমার সমালোচনা করবে, তোমাকে লজ্জায় ফেলে দিবে আবার কখনও তোমাকে চ্যালেঞ্জ করবে। আমি অন্য দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, আমার নিকট স্পষ্ট মনে হলো যে, এই কোরআনের অবতীর্ণকারী আমার সম্পর্কে আমার চেয়ে অধিক জানেন। আমার চিন্তা ভাবনার উপর কোরআন সর্বদা জয় লাভ করত। কোরআন আমার জিজ্ঞাসাবলীকে সম্বোধন করত..... প্রতি রাতে আমি আমার প্রশ্ন ও আপত্তি ঠিক করতাম, পরের দিন আমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতাম... আমি কোরআনের পাতায় পাতায় নিজেকে সম্মুখীন করেছি”।



জেফরি ল্যাং
মার্কিন গণিতবিদ



অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার উপর ঈমান আনত, তবে তাদের কি ক্ষতি হত? তাদের এমন কি ক্ষতি হত তারা যদি আখেরাতের দিবসে ভাল কাজের প্রতিদানের আশায় আল্লাহর উপর ঈমান আনত? তারা যদি আল্লাহর দেয়া রিজিক থেকে তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করত তাহলে তাদের কি ক্ষতি হত? তিনি তাদের ভাল ও মন্দ নিয়াত সম্পর্কে জানেন। তিনি জানেন কে তাঁর তাওফিক পাওয়ার যোগ্য, ফলে তিনি তাকে তাওফিক দান করেন, তাকে সুপথ দেখান, যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট সে সমস্ত ভাল কাজের তাওফিক দান করেন। তিনি আরো জানেন কে অপমান ও তাঁর দরজা হতে বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য, যে দরজা হতে কোন ব্যক্তি বিতাড়িত হলে সে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত ও নিরাশ হয়?

তোমার ইসলাম গ্রহণ তোমার কাজের বা আল্লাহর হালাল জিনিস গ্রহণের মাঝে তোমার জন্য কোন বাঁধা নয়। বরং তুমি তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে কাজই করো সে জন্য সাওয়াব পাবে, এমনকি যদি তাতে দুনিয়ার স্বার্থ লাভ, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা সম্মান লাভ করো তাতেও সাওয়াব পাবে। বরং হালাল গ্রহণের মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকলেও সাওয়াব পাবে। হে মানব! রাসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন। তারা আল্লাহর বানী পৌঁছিয়েছেন, মানুষের আল্লাহর শরিয়াত জানা উচিত, যাতে এ দুনিয়ার জীবন দলিল প্রমাণের সাথে যাপন করতে পারে ও পরকালে সফলকামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা মেনে নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।} [সূরা নিসাঃ ১৭০]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌঁছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সেপথ প্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিভ্রান্ত ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই।} [সূরা ইউনুসঃ ১০৮]

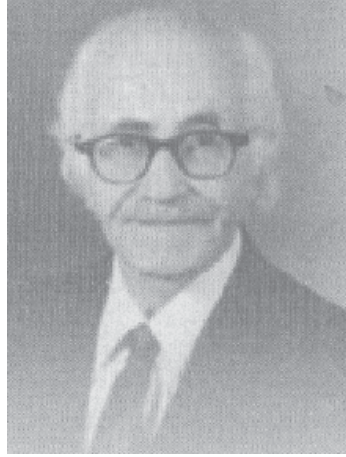
হে মানব! তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে একমাত্র তুমিই লাভবান হবে। আর কুফুরী করলে তুমিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তায়া'লা বান্দাহ থেকে অমুখাপেক্ষী। অব্যাহত লোকের গুনাহ তাঁর

কোন ক্ষতি করেনা বা অনুগত লোকের ভালকাজ তাঁর কোন উপকারে আসেনা। অতএব, তাঁর জ্ঞাতসারেই কেউ গুনাহগার হয়, আর তাঁর রহমতেই কেউ অনুগত হয়। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তোমাদের পর্যবেক্ষক নই।} [সূরা আন'আমঃ ১০৪]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তায়া'লা থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ «হে আমার বান্দাহগণ! আমি জুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করেছি, এবং তোমাদের জন্যেও এ কাজটি হারাম করেছি। অতএব, তোমরা একে অন্যের উপর জুলুম করোনা। হে আমার বান্দাহগণ! আমি যাকে হিদায়েত প্রদান করি সে ছাড়া তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হিদায়েত চাও, আমি হিদায়েত দিবো। হে বান্দাহগণ! আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ছাড়া অন্যরা অভুক্ত থাকে। অতএব, তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খেতে দিবো। হে বান্দাহগণ! আমি যাকে পরিধান করাই সে ছাড়া অন্য সকলেই উলঙ্গ। অতএব, তোমরা আমার কাছে পোশাকের জন্য প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদ দান করবো। হে বান্দাহগণ! তোমরা দিনরাত গুনাহ কর, আর আমি সকল প্রকার গুনাহ ক্ষমা করি। অতএব, তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করবো। হে আমার বান্দাহগণ! তোমরা আমার কোন অপকারও করতে পার না আর উপকারও করতে পার না। হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের আগের ও পরের, এবং জীবন ও মানব সকলেই যদি তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বড় মুত্তাকীর হয়ে যায়- এতে আমার কোন রাজত্ব বাড়বে না। আর যদি তোমাদের আগের ও পরের লোকেরা এবং জীবন ও মানব সকলেই তোমাদের মাঝের সবচেয়ে বড় পাপাচারীর ন্যায় পাপাচারী হয়ে যায় তাতেও আমার সম্রাজ্যে কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আমার বান্দাহগণ! তোমাদের আগের ও পরের মানুষ ও জীবন সকলে যদি এক ময়দানে সম্মিলিত হয়ে আমার কাছে চাইতে থাকে এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রার্থনা অনুযায়ী দিতে থাকি তাতে আমার কাছে যে ভান্ডার রয়েছে তা হতে যে পরিমাণ সম্পদ কমবে তার পরিমাণ হবে মহাসমুদ্রে একটি সুঁই ডুবিয়ে বের করে আনার অনুরূপ। হে আমার বান্দাহগণ! এ তো তোমাদেরই আমল। আমি তোমাদের জন্য তা হিসেব করে রেখেছি। অতঃপর, আমি তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে তোমাদের আমলের প্রতিদান দান করবো। অতএব, যে ভাল ফল পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে খারাপ প্রতিদান লাভ করে সে যেন এ জন্য নিজেকেই দায়ী ও অভিযুক্ত করে»।

(মুসলিম শরিফ)





পাশ্চাত্য সভ্যতার গভীরতা

“কোন ব্যক্তি যদি গভীরভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে প্রবেশ করে, এর শাখা-প্রশাখা গুলো যদি সে বুঝে, তাত্ত্বিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, তবে সে অবশ্যই তার মনের সুপ্ত শক্তির কারণে স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইহা ইসলামী আকীদার বরন্য থেকে তীব্রভাবে পিপাসা মিটিয়েছে”।

নাসিম সোসা

ইরাকি ইহুদি অধ্যাপক

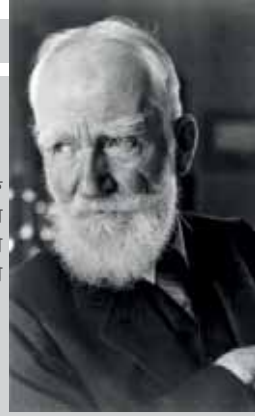
হে মানব! ইহাই একমাত্র পথ, দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ শান্তির জন্য অন্য কোন পথ নাই। অন্যান্য পথ হলো দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট ও ক্ষতিকারক পথ। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।} [সূরা আন'আমঃ ১৫৩]

সুতরাং যে শান্তির পথে চলবে সে সেখানে পৌঁছে যাবে, আর যে অন্য পথে চলবে সে শান্তির পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যাবে। সে কখনও সুখ শান্তি লাভ করতে পারবেনা।



শান্তি ও সুখের ভিত্তিসমূহ

“বর্তমান ইউরোপ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের প্রজ্ঞা অনুধাবন করতে শুরু করেছে। তার ধ্বিনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লেগেছে। ইহা মধ্যযুগে ইউরোপের আরজীবদের দেয়া অভিযোগ থেকে ইসলামী আকীদাকে মুক্ত করতে শুরু করেছে। মুহাম্মদের ধ্বিন যা নিরাপত্তা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ইহাই এক সময় ইউরোপের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে। নানা দ্বিধা, সমস্যা ও সংকটের সমাধানে ইহার উপরই নির্ভর করবে”।



বার্নার্ড শ

ইংরেজ লেখক

ইহাই একমাত্র পথ....

এ পথ প্রত্যেক বিবেকবানই চিনে যদিও প্রকাশ্যে অস্বীকার করে। সে জানে ইহাই চিরস্থায়ী শান্তির পথ। মুসা [আঃ] তার নবুয়াতের মু'যিজা পেশ করার পরেও যেমনিভাবে তারা অস্বীকার করেছিল, এদের অবস্থাও তাই। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ

{ তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? }

[সূরা নামলঃ ১৪]

অনেক নিরপেক্ষ নীতিবান জ্ঞানীরা -যদিও তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি- স্বীকার করেছেন যে, সমস্ত মানবজাতির দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ শান্তির একমাত্র পথ ইহাই।

ইহাই একমাত্র পথ... নিজের বিবেকের মত প্রকাশে সাহসী প্রত্যেক ব্যক্তিই কথ স্বীকার করেন, যদিও অনেক সংকীর্ণতা ও গোপনীয়তা থাকে। যারা নিজের স্বার্থকে বা মানুষকে ভয় পায়না। তারা ভয় পায়না এ ধ্বিন গ্রহণে কোন নতুনত্বকে বা প্রচারণাকে বা মস্তিষ্কে অংকিত পূর্বের কোন চিত্রকে। কত মানুষকেই ভীর্ণতা, সম্পর্কচ্ছেদ ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হওয়ার ভয় এ ধ্বিন গ্রহণ ও শান্তির পথ থেকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। } [সূরা আলে ইমরানঃ ১৭৫]

ইহাই একমাত্র পথ... হ্যাঁ ইহা সুখ-সৌভাগ্যের পথ, সম্মানের পথ, রহমতের পথ, জ্ঞানের পথ, সভ্যতার পথ, সচ্চরিত্রের পথ। যদিও এ পথে কিছু পরীক্ষা আসে, তা হলো জীবনের

স্বাভাবিক নিয়ম, মিথ্যাবাদী থেকে সত্যবাদী যাচাই করার জন্য। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়। } [সূরা মুলকঃ ২]

ইহাই একমাত্র পথ... এ পথেই পূর্ববর্তী সকল আশ্বিয়া কিরামগণ চলেছেন, সাহাবা কিরাম ও তাদেরকে যথাযথভাবে অনুসরণকারী সমস্ত জাতি, গোত্র ও ভাষাভাষী তাবেঈনদের পথ। ইহাই অদূর ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম বলেছেনঃ « দিবস ও রজনীর ন্যায় আল্লাহ

তায়্যা'লা এই ধ্বিনকে অবশ্যই সর্বত্র পৌঁছে দিবেন। আল্লাহ তায়া'লা এমন কোন মাটির ঘর কিংবা চামড়ার তৈরি তাঁবু ঘর রাখবেন না, যেখানে এই ধ্বিনকে প্রবেশ করানো হবে না, সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্য সম্মানের পছায় এবং লাঞ্ছিতের জন্য লাঞ্ছনাময় পছায়। সম্মানিতকে আল্লাহ পাক ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে সম্মানিত করেন, আর লাঞ্ছিতকে কুফুরীর মাধ্যমে লাঞ্ছিত করেন»। (মুসনাদে আহমদ)।

সুতরাং এ চিরস্থায়ী শান্তির পথে সম্মানিত পথিকদের সাথে চলো। ইহাই একমাত্র পথ..... ইহাই একমাত্র সফলতা... ইহাই সুখ-সৌভাগ্য, যাতে এ পথের পথিকদের অন্তর সর্বদা ডুবে থাকে। অতএব, নিজেকে বঞ্চিত করো না, নিজের উপর জুলুম করো না। সাবধান! নিজের উপর জুলুম করা থেকে বিরত থাকো, সৌভাগ্যের পথে চলো। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ { যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। } [সূরা নাহলঃ ৯৭]



অন্তরকে বন্দী করে

“বিশ্বের নানা ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়নের পরে আমি এ ফলাফলে উপনীত হয়েছি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা তার বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সকলের মাঝেই সমানভাবে প্রভাব ফেলে। ইসলামের সবচেয়ে বড় গুণ হলো ইহা মানুষের অন্তরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আটক করে দেয়। এজন্যই ইসলামে এক ধরনের আশ্চর্যকর যাদু ও আকর্ষণ দেখতে পাবে, যা বিকশিত জ্ঞানের অধিকারী অমুসলিমকে আকর্ষণ করে”।

মেরি অলিভার

মার্কিন মহিলা কবি



এ কাফেলার সাথে মিলিত হও

“যুগে যুগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের প্রসার প্রচার ইহার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেননা ইহা মানুষের স্বভাব সুলভ ধর্ম, যা মুহাম্মদের অন্তরে নাথিল করা হয়েছে”।

ডঃ মুরাদ হোপম্যান

জার্মান রাষ্ট্রদূত

চিরন্তন প্রকল্প

“ইসলাম হলো চিরস্থায়ী প্রকল্পের বিকল্প জীবন ব্যবস্থা, যার উপযোগীতা ও চাহিদা কখনও শেষ হবে না। কেউ একে অতীত হিসেবে ভাবলে দেখবে ইহাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎও রয়েছে, ইহা কোন স্থান ও কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়। অতএব, ইসলাম চিন্তা ও ফ্যাশনের কোন তরঙ্গ নয়, যার অপেক্ষা করতে হবে... মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বকে সভ্যতার নেতৃত্ব দিলে এটা অসম্ভব মনে করা হবে না। কেননা বলা হয়ে থাকেঃ “সত্যভাত আলো প্রাচ্য থেকেই আসে”। ইহা যথার্থ উক্তি”।

ডঃ মুরাদ হোপম্যান

জার্মান রাষ্ট্রদূত



আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ

“ইহা ছিল আমার জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত, যখন দেখলাম আল্লাহ তায়া'লা তাঁর প্রশস্ত জ্ঞান ও রহমতে যন্ত্রণা এবং ব্যথাদায়ক আঘাব থেকে মুক্তি দিতে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন, আরো দেখলাম যে, আমার অন্তরে আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণে বিরাট প্রস্তুতি... তখন আমি মুসলমান হই। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি জীবনে ভালবাসার অর্থ বুঝতাম না। কিন্তু আমি যখন কোরআন পড়েছি, তখন অনুভব করলাম যে, অগণিত রহমত ও ভালবাসার উচ্ছ্বাস আমাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, আমি আমার অন্তরে ভালবাসার দাবী অনুভব করতে লাগলাম। যে জিনিস আমাকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছে তা হলো আল্লাহ তায়া'লার অতুলনীয় ভালবাসা”।

জেফরি ল্যাং

মার্কিন গণিতবিদ

ইহাই হলো পথ... অতঃএব ইহাকে শক্তকরে আঁকড়িয়ে ধর। দুনিয়াতে অনাবিল সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও আরামে জীবন যাপন করো। ভুলে যেওনা আল্লাহর নিকট যা আছে তা অতিউত্তম ও স্থায়ী। আখেরাতের আরাম হলো স্থায়ী আরাম। আমাদের ইলাহ আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য একটি পথই দিয়েছেন। এতে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের শান্তি। অন্যসব পথে দুনিয়ার অশান্তি ও দুর্দশা এবং আখেরাতের আঘাব রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন? আমি তো চক্ষুমান ছিলাম।}

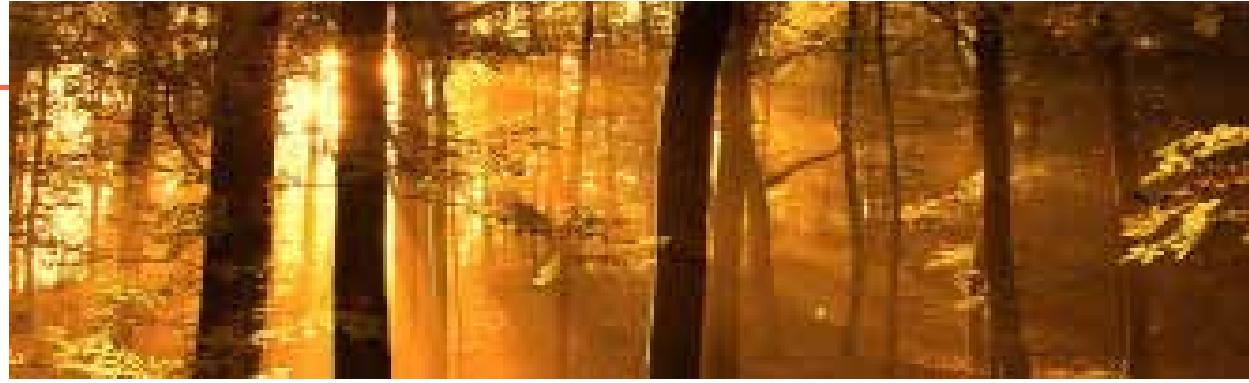
[সূরা তোয়াহাঃ ১২৪-১২৫]

আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {আল্লাহ বলবেনঃ এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।}

[সূরা তোয়াহাঃ ১২৬]

সাবধান! হে আত্মভোলা বা স্বেচ্ছায় ভুলে যাওয়া মানুষ!! ইহাই সুখ-সৌভাগ্যের পথ। এপথই আঁকড়িয়ে ধর।

ইহাই একমাত্র পথ.... এ পথ চলতে শুরু করে অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা স্বীকৃতি এবং সমস্ত নবী রাসুলদের উপর ঈমান নিয়ে, আর শেষ



হয় পরকালের অনাবিল শান্তি লাভের মাধ্যমে। শুরু হয় কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে, তা হলোঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ, অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। ইহা শেষ হয় জান্নাতে আল্লাহ তায়া'লার দর্শন ও রাসুলের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্যের মধ্য দিয়ে। অতএব এখুনি বলোঃ “আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মদার রাসুলুল্লাহ”। সুখী জীবন যাপন কর, আর সুখী হয়ে মৃত্যুবরণ কর। জান্নাতে প্রবেশের আগ পর্যন্ত কবরে সুখী হয়ে থাক। ইহাই একমাত্র পথ। তুমি যদি এ পথে না চল, তবে মনে রেখো, রাসুলের শুধু পৌঁছানোই দায়িত্ব। আল্লাহ তায়া'লা বলেনঃ {তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌঁছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে; আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়াতে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী।} [সূরা হুদঃ ৫৭]



লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ

“আমি যখন আল্লাহ পাককে জানলাম, তাঁর উপর ঈমান আনলাম। ইসলাম বলে, আল্লাহ তায়া'লা তোমার ঘাড়ের মূল রগ থেকেও অধিক নিকটে, তাহলে তোমার ও স্রষ্টার মাঝে কোন মাধ্যমের দরকার নেই। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন নেই যার কাছে তুমি ভুল স্বীকার করবা এবং সে তোমার তাওবা গ্রহণ করবেন, অথবা কোন প্রতিমূর্তিরও দরকার নেই যা ছাড়া ইবাদত করা যায় না”।

ডোনাল্ড রকুয়েল

মার্কিন কবি